Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

সোমবার the ৩১ day of **অক্টোবর , ২০২২**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-১৪৭৯ /২০১২

কানু হোড় গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ২০/১০/২০২০ খ্রিঃ, ০৭/০৩/২০২১ খ্রিঃ, ০১/০১/২০২২ খ্রিঃ; ২২/০৫/২০২২ খ্রিঃ ও ০৮/০৬/২০২২ খ্রিঃ;

In presence of

জনাব মিন্টু আচার্য্য (রঞ্জন) ----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন, বিজ্ঞ ভি.পি কৌঁসুলি (জি.পি)
--------- Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা একটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

চট্টগ্রাম জেলার **চন্দনাইশ** থানাধীন **কুলালডেঙ্গা** মৌজার 'ক' তফসিল সংক্রান্ত অর্পিত সম্পত্তির গেজেট তালিকায় ৪৬৯ নং ক্রমিকে প্রকাশিত তফসিলী সম্পত্তির আর এস রেকর্ডীয় মূল মালিক ছিলেন উক্ত খতিয়ানের উপরস্থ জমিদার নিশি চন্দ্র চৌধুরী গং দের অধীনে দখলকার চাকরান রজনী কান্ত, মনিন্দ্র দে ও যোগেন্দ্র লাল। আর এস ৯২৯ খতিয়ানে তাদের নাম শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়। খতিয়ানে অংশমতে জমিদার নিশি চন্দ্র চৌধুরী ৩৮ $\frac{১}{৪}$ শতক

প্রাপ্ত হন। পরে ১৩/১১/১৯৪৪ তারিখের ১৮৭৫ নং পাট্টা মূলে নিশিচন্দ্র .২৮০০ অযুতাংশ ভূমি রজনী কান্ত বরাবর হস্তান্তর করেন। এছাড়া নিশিচন্দ্র আর এস ১৩৮৫ খতিয়ানের আর এস ৮৪৯ দাগে ১.০৩ একর ভূমির মালিক ছিলেন। আর এস রেকর্ডী রজনীকান্ত এর লোকান্তরে ০৪ পুত্র যথা পুলিন হোড়, নিরঞ্জন হোড়, নগেন্দ্র ও রেবতী হোড় ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। নিরঞ্জন হোড় ও নগেন্দ্র হোড় স্ত্রী ও সন্তান বিহীন মারা গেলে অপর দুই ভ্রাতা পুলিন ও রেবতী ওয়ারীশ হয়। পুলিন হোড় তফসিল বর্নিত ভূমিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় আবেদনকারীগণ কে ওয়ারীশ রেখে মারা যান। আবেদনকারীগণ পৈত্রিকসূত্রে ভিটি ভূমিতে মালিক ও স্বত্ববান থাকিয়া গৃহাদি নির্মান ও বৃক্ষাদি রোপনে তামাদির উর্ধ্বকাল যাবত ভোগ দখল করে আসছে। আবেদনকারীগনের পূর্ববর্তীর নামে বি এস ২০৭৩ ও ৬৪২ খতিয়ান লিপি ও প্রচার আছে। বি এস ৬৪২ খতিয়ানে নিরঞ্জন হোড় ভারতবাসী মর্মে লিপি থাকলেও তিনি কখনো ভারতে যাননি। তিনি এদেশে মৃত্যুবরণ করেন। আবেদনকারীদের পূর্ববর্তীরা কখনো ভারতবাসী হননি। কিন্তু সরকার বে-আইনী ভাবে উক্ত তফসিলী সম্পত্তি ভি.পি মামলা নং ১৬৪/৭৭-৭৮ মূলে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত করেছে। নালিশী সম্পত্তিতে আবেদন কারীগণ উত্তারাধিকার, সহ-অংশীদার ও মূল মালিকের স্বার্থাধিকার হিসাবে ভোগদখলকার আছেন। এমতাবস্থায় প্রার্থীগণ উক্ত নালিশী সম্পত্তির অবমুক্তি পাওয়ার অধিকারী।

অত্র মামলার ১-৫ নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তার ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হয় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। সরকার ভিপি মামলা নং ১৬৪/৭৭-৭৮ মূলে জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভূমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

প্রার্থীগণ তাদের প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

প্রার্থীপক্ষ তাহাদের মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **কানু হোড় (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন এবং যেসকল দালিলিক প্রমান আদালতে দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী- ১- ৫ সিরিজ ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **কামরুল ইসলাম (Op.W.1)** কে পরীক্ষা করেছেন এবং যে দালিলিক প্রমান দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-ক ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

কানু হোড় (Pt.W.1) এবং **কামরুল ইসলাম** (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

প্রথমেই আমি প্রার্থীপক্ষে উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্যাদি আলোচনা করিব। প্রার্থীপক্ষে Pt.W.1 হিসাবে **১** নং প্রার্থী সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি যে জবানবন্দি প্রদান করেন তা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত আমি পর্যালোচনা করেছি। এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে আরজির বক্তব্য হুবহু জবানবন্দিতে তুলে ধরেন।

Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলী নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর এস ৯২৯ ও বি এস- ১৩৩৮, ৬৪২ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী -১ সিরিজ
২। বিগত ১৩/১১/৪৪ তারিখের ২৮৭৫ নং পাট্টার সি.সি	প্রদর্শনী -২
৩। ওয়ারীশ সনদের মূল কপি ৫ ফর্দ	প্রদর্শনী ৩ সিরিজ
৪। গেজেটের ফটোকপি	প্রদর্শনী-৪
৫। জাতীয় পরিচয়পত্র ৩ ফর্দ	প্রদর্শনী- ৫ সিরিজ

Pt.W.1 তার জেরায় বলেন যে, আর এস রেকর্ডী ছিলেন রজনী কান্ত। তার থেকে পুলিন পায়। পুলিন থেকে কানু পায়। কতটুকু জমির জন্য মামলা করেছি জানি না। সত্য নয় নালিশী ভুমির সাথে কোন সম্পর্ক না থাকায় মামলা খারিজযোগ্য।

অপরদিকে প্রতিপক্ষে **Op.W.1** হিসাবে চন্দনাইশ থানার সাতবারিয়া ভুমি অফিসের ইউনিয়ন ভুমি সহকারী কর্মকর্তা তার জবানবন্দিতে বলেন, নালিশী ভুমির আর এস রেকর্ডী মালিক ও তাদের ওয়ারীশগণ পাক ভারত যুদ্ধের সময় ভারত চলে যাওয়ায় উক্ত সম্পত্তি ক তফসিল সম্পত্তি হিসাবে গেজেটে প্রকাশিত হয়। সরকার ১৬৪/৭৭-৭৮ নং ভি.পি নথিমূলে জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা ইজারা দেয়। নালিশী ভুমি সরকারী সম্পত্তি । প্রার্থীপক্ষ তা ফেরত পাবে না। প্রতিপক্ষে দাখিলী মামলা পরিচালনা করার ক্ষমতাপত্র **(প্রদর্শনী- ক)** হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

Op.W.1 তার জেরাতে বলেন যে, নালিশী ভুমির আর এস ৯২৯ নং খতিয়ান নিশি ও রজনীদের নামে। নিশিচন্দ্র ১৯৪৪ সনে পাট্টামূলে ৮৬০ দাগে ২৮ শ ভুমি রজনীকান্তের নিকট হস্তান্তর করেন। রজনী ০৪ পুত্র পুলিন, নিরঞ্জন, গনেন্দ্র ও রেবতী কে ওয়ারী শ রেখে মারা যায়। পুলিনের তিন পুত্র আবেদন কারী। ভারতবাসী নিরঞ্জন প্রার্থীগনের আপন চাচা কিনা জানা নাই। প্রার্থীরা মৌরশীসূত্রে নালিশী জমিতে ভোগদখলে নাই। যাদের ইজারা দেওয়া হয়েছে তারা ভোগদখলে আছে। ইজারাদার কখনো নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলে যাননি এবং ইজারাদার কোন রিনিইউ হয়নি মর্মে সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন। সত্য নয় নালিশী সম্পত্তি প্রার্থীদের আপন কাকা বিধায় না সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার হকদার।

উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম।

প্রদর্শনী- ১ পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী আর এস ৯২৯ নং খতিয়ানে আর. এস ৮৬০ দাগে ১.০২ একর ভূমির উপরিস্থ স্বত্বের মালিক ছিলেন নিশিচন্দ্র চৌধুরী গং ০৬ জন। তাদের অধীনে দখলকার, চাকরান বেগার হিসাবে অখিলচন্দ্র দের তিন পুত্র মনীন্দ্র চন্দ্র দে, রজনীকান্ত দে ও যোগেন্দ্র লাল দে এর নাম শুদ্ধরুপে লিপি ও প্রচার আছে। প্রদর্শনী-২ হতে দেখা যায়, নিশিচন্দ্র চৌধূরী ১৩/১১/৪৪ তারিখে নালিশী আর এস ৮৬০ দাগের .২৮০০ অযুতাংশ ভূমি রজনীকান্ত বরাবর পাট্টামূলে হস্তান্তর করে। প্রার্থীপক্ষের দাবিমতে, রজনীকান্ত উক্ত ভূমিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় মৃত্যুতে ০৪ পুত্র পুলিন হোড়, নিরঞ্জন হোড়, নগেন্দ্র ও রেবতী হোড় ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। দাখিলীয় ওয়ারীশান সনদপত্র (প্রদর্শনী-৩) দৃষ্টে এবং বি এস খতিয়ান প্রদ- ১ (ক) ও ১(খ) তে প্রকাশিত মতে রজনীকান্তের উক্ত ০৪ পুত্র ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকার বিষয়টি সত্য মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

বি.এস খতিয়ান প্রদ- ১(ক) ও ১(খ) পর্যালোচনায় দেখা যায়, রজনীকান্তের উক্ত ০৪ পুত্রের মধ্যে নিরঞ্জন হোড় কে ভারতবাসী দেখানো হয়েছে এবং তাহার সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে শ্রেনীভূক্ত করা হয়। প্রকাশিত গেজেট প্রদ-৪ দৃষ্টে উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়।

প্রার্থীপক্ষ দাবি করেছেন যে, তারা ভারতবাসী নিরঞ্জন হোড়ের উক্ত সম্পত্তিতে ওয়ারীশ সূত্রে সহ-অংশীদার হন। প্রর্দশনী-৩(গ) হতে সম্পষ্ঠ যে নিরঞ্জন হোড়, পুলিন বিহারী, রেবতী রঞ্জন ও নগেন্দ্র হোড় পরস্পর ভ্রাতা। অত্র মামলার আবেদনকারীগণ পুলিন হোড়ের ওয়ারীশ পুত্র যা প্রর্দশনী- ৩ হতে প্রতীয়মান। সুতরাং ভারতবাসী নিরঞ্জন হোড় প্রার্থীগনের আপন চাচা এবং সে সূত্রে প্রার্থীগণ তাহার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার হিসাবে সহ-অংশীদার।

স্বীকৃতমতে বি এস রেকডী ০৪ ভ্রাতার মধ্যে নিরঞ্জন হোড়ের অংশ অর্পিত তালিকাভূক্ত হয়। উক্ত নিরঞ্জন হোড় ও নগেন্দ্র হোড় স্ত্রী, পুত্র কন্যা বিহীন মরনে তাদের অপর দুই ভ্রাতা পুলিন হোড় ও রেবতী হোড় ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। পুলিন হোড়ের ওয়ারীশগণ আবেদনকারী হলেও রেবতী হোড় বা তার ওয়ারীশগণ অত্র মামলায় আবেদনকারী হিসাবে আসেননি। নিরঞ্জন হোড়ের সম্পত্তিতে পুলিন হোড়ের পুত্রগণ অর্থাত আবেদনকারীগন যেমন ওয়ারীশ হিসাবে দাবিদার তেমনি রেবতী হোড় ও একজন উত্তরাধিকারী। প্রার্থীর দরখাস্তে উক্ত রেবতী হোড় জীবিত কি মৃত বা তার কোন ওয়ারীশ বিদ্যমান আছে কিনা তদবিষয়ে বিস্তারিত কোন ব্যাখ্যা নেই। তবে প্রার্থীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী ভারতবাসী নিরঞ্জন হোড় এর ওয়ারীশ সনদপত্র **প্রদর্শনী-৩(ঘ)** পর্যালোচনায় দেখা যায়, নিরঞ্জন হোড় নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে পুলিন হোড় এর তিন পুত্র অর্থাত প্রার্থীকগণ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। উক্ত সনদপত্র দৃষ্টে রেবতী হোড় বা তার কোন ওয়ারীশ নিরঞ্জন হোড় এর উত্তরাধিকারী হিসাবে পাওয়া যায়নি।

যুক্তিতর্ক শুনানিকালে প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, নালিশী সম্পত্তিতে প্রার্থীকগন ভি.পি মালিক এর সম্পত্তিতে উত্তারাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার ও মূল মালিকের স্বার্থাধিকার হিসাবে এবং নালিশী সম্পত্তির প্রকৃত দখলে থাকায় প্রার্থীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পাওয়ার অধিকারী। *অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ* আইন ২০০১ *এর ২(ড)* ধারা মতে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আদেশ পাওয়ার হকদার মালিক অর্থ-

"যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী,

বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী,

বা **তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে এমন সহ-অংশীদার** যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহন বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন----”

সুতরাং স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে, প্রার্থীকগণ ভারতবাসী নিরঞ্জন হোড় এর স্বত্বীয় নালিশী সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-শরীক হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সরকার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, নালিশী সম্পত্তি জনৈক ব্যাক্তিকে কে একসনা লিজ প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে প্রার্থীপক্ষ দাবি করেছে যে নালিশী সম্পত্তি তাহাদের ভোগদখলে রয়েছে এবং উক্ত ব্যাক্তি কখনো নালিশী সম্পত্তিতে দখলকার ছিলেন না। নালিশী সম্পত্তি ইজারাগ্রহীতার দখলে থাকার সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমান পাওয়া যায়নি। সার্বিক বিবেচনায় নালিশী সম্পত্তিতে প্রার্থীপক্ষের দখল বিদ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রার্থীগণ মূল মালিকের ওয়ারিশসূত্রে সহ-শরীক ও বর্তমান দখলকার হওয়ায় মুল মালিক নিরঞ্জন হোড় এর ত্যাজ্য নালিশী সম্পত্তি প্রার্থীগণ অবমুক্তি পাওয়ার হকদার মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশ

হয় যে, অত্র মামলা ১-৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর করা হল। চন্দনাইশ থানাধীন কুলালডেঙ্গা মৌজার নালিশী আর এস ৯২৯ নং খতিয়ান অধীন আর এস- ৮৬০ দাগ তৎসামিল বি.এস- ১৩৩৮ ও ৬৪২ নং খতিয়ানের বি এস ১৪৭২ দাগের আন্দরে সর্বমোট ($৫ + ২৩\frac{১}{২}$) = $২৮\frac{১}{২}$ শতক সম্পত্তি প্রার্থীকগনের বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৫ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

১-৫ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল,
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল,
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।